

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়
১, কাওরান বাজার, টি, সি, বি ভবন (৭ম তলা), ঢাকা।
ওয়েব সাইট-www.roc.gov.bd



বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণঃ কোম্পানি গঠন পরবর্তী কার্যক্রম

সৃষ্টি করার চেয়ে ধ্বংস করা সহজ। একটি কোম্পানি গঠন করার পর ব্যবসায়ের মাধ্যমে উন্নতি করা এবং টিকিয়ে রাখা একটু যত্নসাপ্য কাজ। এই যত্নসাপ্য কাজটি শুরুরেই অবহেলা করা হলে পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে জটিল হতে জটিলতর রূপধারণ করে এবং এক পর্যায়ে অংশীদারগণ কোম্পানি বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং কোম্পানিটি একটি নিষ্ক্রিয় কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। আসুন জেনে নেয়া যাক কোম্পানি গঠন পরবর্তী কর্মসূচি কি এবং দীর্ঘমেয়াদে কোম্পানি টিকিয়ে রাখতে হলে কি কি করণীয় আছে।

(১) কোম্পানি সংঘস্মারক ও সংঘবিধিঃ

সকল শেয়ার হোল্ডার এবং পরিচালকগণের প্রথম কাজ হচ্ছে সংঘস্মারক এবং সংঘবিধিটি ভালোভাবে পড়ে নেয়া। বিশেষ করে সংঘবিধি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা একটি অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি অবহেলিত। সংঘবিধিতে পরিষ্কারভাবে কোম্পানি দৈনন্দিন কর্মপরিচালনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন মিটিং, কোরাম, দায়িত্ব পালনের মেয়াদ, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানা থাকা সকল পরিচালক এবং অংশীদারের জন্য জরুরি।

(২) কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা বা এজিএমঃ

কোম্পানি গঠনের পর ১ম এজিএম ১৮ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে [ধারা ৮১(১)]। উক্ত এজিএমে অডিট রিপোর্ট, অডিটর নিয়োগ অনুমোদিত হতে হবে। পরবর্তী এজিএম সমূহ আবশ্যিকভাবেই ১২ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। তবে একই পঞ্জিকা বছরে ১৫ মাস পর্যন্ত সময় পাওয়া যায়। হিসাব বছর সমাপ্তির ০৯(নয়) মাসের মধ্যে ব্যালেন্সশীট ও লাভ ক্ষতির হিসাবসহ অডিট রিপোর্ট এজিএম এ উপস্থাপন করতে হবে।

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে এজিএম অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে মহামান্য হাইকোর্টের অনুমোদন আবশ্যিক হবে)।

কোম্পানি পরিচালকগণের জন্য সংঘবিধিতে উল্লিখিত সভা ছাড়াও মাঝে মাঝে সভায় মিলিত হওয়া আবশ্যিক। তবে আইন অনুযায়ী বছরে কমপক্ষে ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সকল সদস্যগণ কোম্পানির অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারেন।

এজিএম অনুষ্ঠানের ১৪ দিনের মধ্যে আরজেএসসি-তে নিম্নবর্ণিত রিটার্ন দাখিল করতে হবে ঃঃ

- (ক) সিডিউল – ১০ (Schedule- X) ধারা-৩৬;
- (খ) লাভ ক্ষতি হিসাব (Profit & Loss) A/C; (ধারা- ১৯০);
- (গ) উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet) (১৯০ ধারা);
- (ঘ) অডিটের সম্মতি ফরম ২৩বি (২১০-২১৩ ধারা)।

পাবলিক লিঃ কোম্পানি অতিরিক্তভাবে নিম্নলিখিত রিটার্ন দাখিল করবেঃ

- (ঙ) পরিচালকদের বিবরণী (Form- XII, ধারা- ১১৫);
- (চ) পরিচালকগণের সম্মতি (Form- IX, ৯২ এবং ধারা)।

তবে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানি প্রকৃতিগতভাবে পাবলিক লিঃ কোম্পানি এবং এ কোম্পানি ৯০ দিনের মধ্যে প্রথম সাধারণ সভা করে এডহক কমিটি অনুমোদন করবে এবং আরজেএসসি-তে নিম্নলিখিত রিটার্ন দাখিল করবে এবং পরবর্তী প্রতি বছর এজিএম করতে হবে এবং ২১ দিনের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত রিটার্ন দাখিল করতে হবে;

- (ক) পরিচালকদের বিবরণী (Form- XII), ধারা- ১১৫;
- (খ) পরিচালকগণের সম্মতি (Form- IX), ধারা- ৯২;
- (গ) অডিটরের সম্মতি/অসম্মতিপত্র (ধারা- ২১০);
- (ঘ) ব্যালেন্সশীট ও লাভ ক্ষতির হিসাবসহ অডিট রিপোর্ট (শুধুমাত্র এজিএম এর জন্য প্রযোজ্য)।

(৩) কোম্পানির অথোরাইজড ক্যাপিটাল বৃদ্ধিঃ

কোম্পানি ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অথোরাইজড ক্যাপিটাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে কোম্পানি একটি ইজিএম করতে হবে। ইজিএম এ অথোরাইজড ক্যাপিটাল বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদিত হতে হবে এবং সভার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে আরজেএসসি-তে নিম্নেবর্ণিত রিটার্ন জমা দিতে হবেঃ

- (ক) অতিরিক্ত সাধারণ সভা/বিশেষ সিদ্ধান্তের কপি (Form- VIII ধারা- ৮৮)।
- (খ) অথোরাইজড ক্যাপিটাল বৃদ্ধির নোটিশ (Form- IV, ধারা ৫৬)।

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা প্রদান আবশ্যিক হবে)।

(৪) কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি:-

কোম্পানি ব্যবসার প্রয়োজনে পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বোর্ড মিটিং এ গ্রহণ করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আরজেএসসি-তে নিম্নে বর্ণিত রিটার্ন দাখিল করবে ঃ-

- (ক) ফরম-১৫(Form-XV), ধারা ১৫১।

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে মহামান্য হাইকোর্টের অনুমোদন আবশ্যিক হবে)।

(৫) কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ঠিকানা পরিবর্তনঃ

কোম্পানি তাদের প্রয়োজনে নির্ধারিত অফিস ঠিকানা পরিবর্তন করতে পারে। তবে বোর্ড মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যে আরজেএসসি-তে নিম্নে বর্ণিত রিটার্ন দাখিল করতে হবেঃ-

- (ক) ফরম- ৬ (Form-VI), ধারা- ৭৭।

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা প্রদান আবশ্যিক হবে)।

(৬) কোম্পানির পরিচালক/শেয়ার হোল্ডার পদে পরিবর্ধন/পরিবর্তন:-

কোম্পানি বোর্ড সভায় অনুমোদনের ভিত্তিতে পরিচালক পদে পরিবর্ধন/পরিবর্তন হতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৪ দিনের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত রিটার্ন আরজেএসসি-তে দাখিল করতে হবেঃ-

- (ক) পরিচালকগণের বিবরণী (Form- XII);
- (খ) পরিচালকগণের সম্মতি (Form- IX);
- (গ) শেয়ার হস্তান্তর দলিল (ফরম-১১৭);
- (ঘ) এফিডেভিট/হলফনামা।

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা প্রদান আবশ্যিক হবে)।

(৭) কোম্পানির কর্তৃক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ বা গৃহীত ঋণের সীমা বৃদ্ধিঃ

কোম্পানি ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক অথবা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করলে ঋণ গ্রহণের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে ব্যাংক/কোম্পানি নিম্নে বর্ণিত রিটার্ন আরজেএসসি-তে জমা দিতে হবে:-

(ক) ফরম-১৮ (Form-XVIII), ধারা- ১৫৯ও ৩৬১;

(খ) ফরম-১৯ (Form- XIX, ধারা- ১৬৭।

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে মহামান্য হাইকোর্টের অনুমোদন আবশ্যিক হবে)।

(৮) কোম্পানির কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধ:-

কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধ হলে পরিশোধের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত রিটার্ন আরজেএসসি-তে জমা দিতে হবে:-

(ক) ফরম- ২৮ (Form-XXVIII)

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে মহামান্য হাইকোর্টের অনুমোদন আবশ্যিক হবে)।

(৯) কোম্পানির নাম পরিবর্তন:-

কোম্পানির নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে প্রথমে পছন্দনীয় নামের একটি ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। তারপর ২১ দিনের নোটিশ দিয়ে ইজিএম করে নাম পরিবর্তনের বিষয়টি অনুমোদন করতে হবে এবং ১৪ দিনের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত রিটার্ন আরজেএসসি-তে জমা দিতে হবে:-

(ক) ফরম- ০৮ (Form- VIII)

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা প্রদান আবশ্যিক হবে)।

(১০) কোম্পানির সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি পরিবর্তন:-

কোম্পানির উদ্দেশ্যবলী সংশোধন/পরিবর্তন বা পরিবর্তনের জন্য ২১ (একুশ) দিনের নোটিশ প্রদান করে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং উহা কোম্পানি আইনের ১২ ও ১৩ ধারার বিধান মোতাবেক মহামান্য উচ্চ আদালতের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়।

(ক) ফরম- ০৮ (Form- VIII)

এবং কোম্পানির সংঘবিধিতে কোন পরিবর্তন আনতে হলে ২১ দিনের নোটিশ দিয়ে ইজিএম করে পরিবর্তিত সংঘবিধি রেকর্ডভুক্তকরণের জন্য ১৪ দিনের মধ্যে আরজেএসসি-তে জমা দিতে হবে।

(মনে রাখা দরকার যে, নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা প্রদান আবশ্যিক হবে)।

(১১) শেয়ার হস্তান্তর বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ

কোম্পানি আইন অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তর হয় শেয়ার হস্তান্তর দলিল (ফরম- ১১৭) এ স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে। প্রথমতঃ শেয়ার হস্তান্তরে ইচ্ছুক ব্যক্তি কোম্পানির অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট জানাবার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পরিষদকে অবহিত করবেন। দ্বিতীয়তঃ পরিচালনা পরিষদ সকল শেয়ার হোল্ডারকে অবহিত করে এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইচ্ছুকগণ শেয়ার গ্রহণ করে থাকেন।

বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে হস্তান্তর হয়ে থাকে মর্মে মাঝে মধ্যে অভিযোগ পাওয়া যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিকারের আশায় আরজেএসসি -তে অভিযোগ/আবেদন করেন।

কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানির কার্যালয়েই এরূপ শেয়ার হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। যার প্রতিফলন কোম্পানির বোর্ড রেজুলেশনে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ'ই শেয়ার হস্তান্তর চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে থাকে।

পরবর্তীতে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শেয়ার হস্তান্তরজনিত পরিবর্তন সংক্রান্ত রিটার্ন রেকর্ডভুক্তকরণের জন্য আরজেএসসি-তে দাখিল করে। আইন অনুযায়ী আরজেএসসি শুধুমাত্র রিটার্নসমূহ রেকর্ডভুক্তকরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী রেকর্ডভুক্ত তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধনের এখতিয়ার কেবলমাত্র মহামান্য উচ্চ আদালতেরই রয়েছে।